পঁচিশ বছর আগে

পঁচিশ বছর আগে ছাদের চিলেকোঠা থেকে
বৃষ্টির পর রামধনু দেখেছিলাম,-----
পাশের বাগানে ছড়িয়ে পড়েছিল
অজস্র ঝরা চাঁপাফুলের পাপড়ি,-----
চাঁপার গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল বাতাস-------
আকাশে হালকা হলুদ মেঘের ধার ঘেঁষে
ফুটে উঠেছিল রামধনুর সাতটা রঙ-----
তার পাশে হালকা ছায়ার মতো আরেকটা র
ামধনু,
পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে----
এখনও বৃষ্টি পড়ে----
সারাদিন বৃষ্টি ---- ঝড়ে ছড়িয়ে পড়ে ফুলের প
াপড়ি।
হয়তো এখনও রামধনু ওঠে---
সাতটা উজ্জ্বল রঙ ফুটে উঠে
হালকা মেঘে - ঢাকা বৃষ্টি ধোওয়া আকাশে----
তবু পঁচিশ বছর হয়ে গেলো
আমি আর একবারও চিলেকোঠা থেকে
সেই উজ্জ্বল স্নিগ্ধরঙ রামধনু দেখিনি।

প্রতিমা ঘোষ

কর্ণ

দ্বৈরথ যুদ্ধের কথা মনে ছিল,---- তবু, ----
তীব্র কোন অহঙ্কারে কতযুগ আগে
হেলায় দিয়েছি খুলে কবচকুণ্ডল
প্রবঞ্চক দেবতার প্রসারিত হাতে।

এক বিঘাতিনী শক্তি, ----সেও চলে গেছে, ---
-
তবু কি সহজে বধ্য ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আমি?
ভগ্নরথ কর্দমপ্রোথিত হোল দুর্ভাগ্যের মতো---
--
কোন দ্র অভিশাপে বিস্মরণ হয়ে গেছে
সুতীক্ষ্ম সহস্র শর এই মূহূর্ত্তেই।

তোমার দুচোখ জ্বলে জিঘাংসা প্রখর,-----
দ্বৈরথ যুদ্ধের শেষে, জেনো কৃষ্ণ
তোমার নির্মম চোখে চোখ রেখে
কয়েক মূহূর্ত্ত শুধু চেয়েছিলো ভাগ্যহত
কুন্তীর প্রচ্ছন্নজাত প্রথম সন্তান।

ভেঙে গড়ে গৈরিকস্রাবী উচচ গিরিচূড়া।
সূর্য্যদেব, ---- পিতা, মৃত্যুর মূহূর্ত্তে দেখি
তোমার নিষ্প্রভ ক্লান্তি অস্তমিত মুখ,
কবচকুন্ডল গেছে,----- তবুও দ্বৈরথযুদ্ধে
জ্যোতির্বলয়মধ্যে মৃত্যুহীন সূর্য্যের সন্তান।

প্রতিমা ঘোষ